শ্রীমতী পিকচার্সের গীতি-মুখর নিবেদন

আশা

প্রযোজনা ও প্রধান ভূমিকায়

কানন দেবী

শ্রীমতী পিকচার্সের গীতি-মুখর নিবেদন

আশা

প্রযোজনা : **কানন ভট্টাচার্য্য**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হরিদাস ভট্টাচার্য্য**

সুরসৃষ্টি : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। আলোকচিত্র : জি, কে, মেহতা। শব্দগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী : ৺রাখালচন্দ্র। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস। হিসাব-রক্ষণ : কমলেন্দু দাশগুপ্ত। গীতরচনা : শ্যামল গুপ্ত ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী। মঞ্চ-নির্মান : সুবোধ দাস। আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত সিংহ রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী। স্থিরচিত্র : টেকনিকা। কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : নিয়ন রিফ্লেক্টোলাইট কোং। প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

● কণ্ঠসঙ্গীতে ●

কানন দেবী ● প্রসূন বন্দ্যোঃ ● আলপনা বন্দ্যোঃ ● বাণী কোনার ● ললিতা চট্টোঃ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় ১৫ জন শিল্পীর তবলায় বৃন্দবাদন।

● সহকারী ●

পরিচালনা : শচীন মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি ও তরুণ মজুমদার। আলোকচিত্র : সর্বেশ্বর শেঠ, দীনেন গুপ্ত ও সৌমেন্দু রায়। শব্দযোজন : দুর্গাদাস মিত্র ও মৃণাল গুহঠাকুরতা। সম্পাদনা : তপেশ্বর প্রসাদ ও হরিনারায়ণ মুখার্জি। শিল্প-নির্দেশ : সন্তোষ রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা : রবীন মুখার্জি। রূপসজ্জা : অনন্ত দাস ও ভীম নস্কর।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর, সি, এ, ও স্টেনসিল হফম্যান ম্যাগনেটিক শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

● রূপায়নে ●

কানন দেবী ● কমল মিত্র ● আশীষ সেন ● মনিকা গাঙ্গুলী ● জহর গাঙ্গুলী প্রশান্তকুমার ● তৃপ্তি মিত্র ● পদ্মা দেবী ● গঙ্গাপদ ● তুলসী চক্রবর্তী ● সুমনা যূথিকা ● মীরা ● শ্যাম লাহা ● শিশির বটব্যাল ● পূর্ণেন্দু ● আশু বোস ● শীতল বলাই ● খগেন ● ননী মজুমদার ● প্রীতি মজুমদার ● বেচু ● পঞ্চানন ● ডাঃ হরেন মুখার্জি ● শৈলেন ● রতন ● শোভেন ● ভোলানাথ ● দীনেন ● সুশীল ● অনাদি গোপী ● কমলেন্দু ও দিলীপ মুখার্জি।

প্রাণভরা আশা আর বুকভরা কল্পনা নিয়ে অরূপ যখন শিবসাগর থেকে জীবনে প্রথমবার কলকাতার পথে পাড়ি জমালো, তখন কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে—জীবন-সংগ্রামের উত্তাল ঢেউ দু'হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে তাকে গ্রাস করতে আসছে ?

সম্বলের ভেতরে ছিল তার গুরুদেবের লেখা একখানা চিঠি। তিনি তাঁর প্রাক্তন শিষ্য,—আজকের ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীরত্নেশ্বর রায়কে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সে যেন এই ছেলেটিকে একটু আশ্রয় দেয়, আর তার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভে একটুখানি সাহায্য করে। ...আরো একটা মধুর স্মৃতিও অরূপের মনে গুঞ্জন তুলছিল বৈ কি ! বহুদিন আগে রত্নেশ্বর যখন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে শিবসাগরে গিয়েছিলেন, তখন অরূপের গান শুনে তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন—ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সে কলকাতায় যায়, তাহলে তিনি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে বহু কষ্টের পর অরূপ যখন রত্নেশ্বরের দেখা পেল, তখন সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে, তার কল্পনার-রত্নেশ্বর আর আসল-রত্নেশ্বরের ভেতর কোন মিল-ই নেই। তাই যতখানি আশা নিয়ে সে তাঁর কাছে গেল, তার চাইতে শতগুণ তীব্র আঘাত বুকে ক'রে সে বাধ্য হ'ল ফিরে আসতে। রত্নেশ্বর রায় জানতে-ও পারলেন না—একটি ছেলের কত সাধনা, কত স্বপ্ন, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা এক মুহূর্ত্তে চুরমার হয়ে গেল।

কিন্তু জানতে পারলেন আর একজন,—রত্নেশ্বরে স্ত্রী পূরবী। আজ হয়তো তাঁর নাম সবাই ভুলে গেছে,—কিন্তু বারো বছর আগে তাঁর কথা সঙ্গীতজগতে কে না জানতো ! কে না জানতো রত্নেশ্বরের বিপুল প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদানের কথা ! আজকাল অবশ্য হার্টের কঠিন অসুখের জন্য গান গাওয়া তাঁর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবু আজ, এই সহায়হীন ছেলেটির এমন করুণ ভাবে ফিরে-যাওয়া, কি জানি কেন, তাঁর মনে তীব্র আঘাত হান্‌লো।

কলকাতায় আসবার পথে, ট্রেনে, অরূপের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত কলা-সমালোচক প্রভাত সেনের। এই দুর্দ্দিনে সে প্রভাতেরই দ্বারস্থ হ'ল। প্রভাত আর তার স্ত্রী কৃষ্ণার চেষ্টায় সে দু'টো টিউশানী পেল, আর পেল একটা বাড়ীর চিলেকোঠায় একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেখানে—সেই অন্ধকূপের ভেতরে, অভাব আর অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, সে সঙ্গীত-সাধনা করে চল্‌ল।

পাশের বাড়ী থেকে সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে প্রতিদিন তার গান শোনে, আর প্রতিদিনই নতুন ক'রে মুগ্ধ হয়। সন্ধ্যার সেতারের মাষ্টার নরেনের মনে কিন্তু এজন্যে অরূপের বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যার অন্ত নেই। তবু সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, অরূপের গানের সুরগুলি সত্যিই অপূর্ব! হঠাৎ একটা চিন্তা তার মনে বিদ্যুতের মত চমক্ দিয়ে যায়। সম্প্রতি সে সুরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের মস্ত বড় একটা সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং.....

সে প্রতিষ্ঠা পেল। দেশজোড়া ছড়িয়ে পড়ল তার খ্যাতি, খবরের কাগজে বেরুল তার নাম, সভায় তার গলায় পরানো হ'ল মালা। আর এই অভিনন্দনের সত্যিকারের মালিক যে,—সেই অরূপ—ছন্নছাড়ার মতো ঘুরতে লাগলো পথে পথে— দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের চেষ্টায়।

কিন্তু এই অবিচারে বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল পূরবী,...আর সন্ধ্যা। বহু সন্ধানের পর পথ থেকে অরূপকে কুড়িয়ে এনে সন্ধ্যা তার নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। আর দীর্ঘ বারো বছর পরে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে পূরবী ঘোষণা করল, এবার সে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে আবার গান গাইবে,—অরূপের দেওয়া সুরে অরূপের লেখা গান। আজ যারা নরেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা কাঁচ আর কাঞ্চনের তফাৎ বুঝতে শিখুক।

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে দেখা দিল রত্নেশ্বর আর পূরবীর ভেতরে তীব্র মতান্তর। একদিন, সম্মেলনের ঠিক আগেই,—স্বামী-স্ত্রীর কলহ এমন তীব্র আকার ধারণ করল যার ফলে পূরবী চরম উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে বল্লেন, শরীর গুরুতর অসুস্থ—কনফারেন্সে যাওয়া পূরবীর কিছুতেই চলবে না।

একটি তরুণ সঙ্গীত-সাধকের সব স্বপ্ন, সব আশা কি ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্রান্তে এমনি করেই ভেঙে যাবে? মানুষের গড়া সমাজে যে হতভাগ্য স্বীকৃতি পেলনা, ভগবানের বিচারসভায় তার প্রতিভার সত্যিকারের মূল্য-নিরূপণ কি কোনদিন হবে না?

গান

(১)

আসাবরী—খেয়াল
কৌউ ন পায়ো পার
তেরী মায়া অপরম্পার।
জোগী মুনি গ্যানী
ভেদ নহিঁ পায়ো
অগম অবিনাসী
ত্রিভুবন আধার॥

(২)

নিরালা সাঁঝে নয়ন ধারে।
গানের ব্যথা জানাতে কারে।
কে তুমি জাগো প্রাণের দ্বারে।
তোমারি আশে, মাধবী বনে
প্রথম কলি প্রহর গোনে,
সুরভি-ভরা বেদনা ভারে।
কে তুমি জাগো প্রাণের দ্বারে॥
প্রদীপ হাতে প্রথম তারা
রয়েছে চেয়ে নিমেষ-হারা,
তোমারি লাগে গগন-পারে।
কে তুমি জাগো প্রাণের দ্বারে॥

(৩)

সোঈ রসনা জো হরিগুণ গাবৈ।
নৈনকী ছবি ইয়ে হৈ চতুরতা
জো মুকুন্দ দরশন হিত ধাবৈ॥
নিরমল চিত তৌ সোঈ সাঁচো
কৃষ্ণ বিনা জিয় ঔর না ভাবৈ॥
শ্রবননি কী ইয়েজুয় হৈ অধিকাঈ
শুনি হরি কথা সুধারস পাবৈ॥
করতে ঈ জে শ্যামহি সেবৈ
চরননি চলি বৃন্দাবন জাবৈ
সুরদাস জৈসে বলি বাকী
জো হরি জুসো প্রীত বঢ়াবৈ॥

(৪)

এই কাননে ছড়িয়ে গেলাম
মোর জীবনের করুণ কাহিনী।
মালতী বিতান তলে
মোর বেদনার নীরব রাগিনী।
গোলাপ জানে, বকুল জানে,
মঞ্জরী আর মুকুল জানে,

মোর গগনে কোন ফাগুনে,
হেসেছিল কোন সে চাঁদিনী ॥
কি পেয়ে যে কি হারালাম,
কার পানে যে হাত বাড়ালাম,
তারই গাঁথায় মর্মরিল,
এই বনতল দিবস-যামিনী ॥

(৫)

মাধব এসো মোর অন্তর দ্বারে।
তোমার মুরলী-সুর, বাজাও চিরমধুর
নব অনুরাগে মনোবীণা তারে ॥
আপন বাঁধনে হায় রয় যে বাঁধা
তবুও ভোলাও তারে কেন মোহভারে।
জানি না কি অপরাধে দূরে সরে থাকো
শোননা আকুল হয়ে ডাকি বারেবারে ॥
যদি না জ্বালাও প্রাণে প্রদীপখানি,
জীবনেরি বেলা যাবে গগন আঁধারে।
শরণ মাগি প্রভু দাও দরশন দাও
চরণে তোমার চাই বিলাতে আমারে ॥

(৬)

আজ ফাগুনে ফুলেরি মেলায়
কোন অলি গায় মিলন পিয়াসে।
বুঝি বা প্রণয় রাগে।
চায় গোলাপের রাঙাতে হিয়া সে ॥

(৭)

এই স্বপ্নভরা সন্ধ্যাবেলা
কোন অচেনা এলে,
তোমার চোখের চাওয়ায়
চিরচেনার প্রদীপখানি জ্বেলে ॥
ঐ কাজল-কেশের নিবিড় ছায়ায়
আবেশ-লাগা গহন-মায়ায়
হৃদয় আমার পথ হারালো
সুরের ডানা মেলে ॥
কোন কথাই হয়নি বলা
বুঝি তবু তার মাঝে,
সকল কথার আনন্দ মোর
ছন্দ হয়ে যেন বাজে।
সেই একটি ক্ষণের পুলক দোলায়,
আমার অধীর পরাণ ভোলায়,
শত ফাগুন, মাধুরী তায়
লুকিয়ে রেখে গেলে ॥

(৮)

এই চৈতি রাতে চম্পা বনে
চাঁদ উঠেছে হেসে।
আমার ভালোবাসার ভীরু মুকুল
রাঙাও কে গো এসে ॥

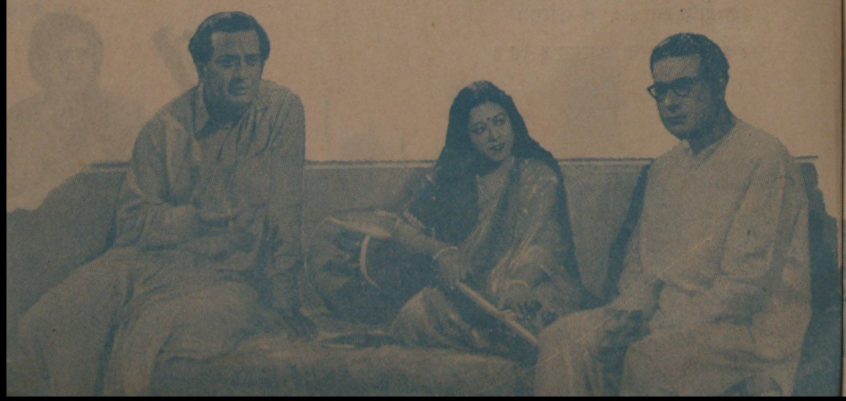

(৯)

সারাটি জীবন শুধু চলেছি ভেবে—
অকরুণ নিয়তি
আরো কতো দুঃখ দেবে ॥
ছলনার একি খেলা,
ভাঙে যে গানের বেলা,
কেন জ্বলে আশার আলো
নিরাশায় যদি তা নেভে।
ভুল করে চেয়ে হায় জয়ের মালা
আমি পাই হার-মানা কাঁটার জ্বালা।
ভাবি মোর এ দীনতা,
অসহায় বিফলতা,
ধূলিতলে ধরণী কভু
মমতায় ঢেকে কি নেবে ॥

(১০)

রজনী বৃথাই হ'ল—
বিরহে সারা।
প্রিয় মোর এলো না
আজো আঁখি তন্দ্রাহারা ॥

(১১)

হারানো দিনের তীরে
মনে মনে ফিরে যাই।
আজো আমি একা বসে
ভুলে থাকা গান গাই ॥
কোথা সে অজানা দূরে
উদাসী বাঁশীর সুরে
প্রাণের গভীরে ওগো
যেন কার সাড়া পাই ॥
জীবনে চলার পথে
নিরাশা দুখের ঝড়ে
কে যেন দেখালো আলো
বারে বারে মনে পড়ে।
তারি যে স্মরণ লয়ে
আছি কতো ঋণী হয়ে,
বুঝি বা কখনো ওগো
জানানো হ'বে না তাই ॥

(১২)

আজো নীরবে যে আশা কাঁদে
মম মনের অতলে জানি,
তবে বুঝি ব্যথা তারি
সুরে সুরে আনে বাণী।
কভু বা সে গানে গানে
মুখরিত অভিমানে
ভাসায় নয়ন জলে
আমার সাধন খানি ॥

(১৩)

ঠুংরী

অব না সতাও মোহে শ্যাম
তেরী বলা লূঁ
সুরতিয়া দিখা জা।
বিন দেখে তোহে,
জিয়রা নিকস জাত
বিনতি করত ব্রজ-ভাম ॥

মুভিমায়ার

পরিবেশনায় পরবর্তী অনবদ্য বাণীচিত্র !

শ্রীমতী পিকচার্স নিবেদিত

প্রযোজনা : কানন দেবী পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য

নিম্নলিখিত চিত্রগুলিও বুকিংয়ের জন্য প্রস্তুত আছে :

শ্রীমতী পিকচার্সের

'অনন্যা' ও 'বামুনের মেয়ে'

দেবকী বোস প্রোডাকসন্সের

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

দে প্রোডাকসন্সের

শ্রীকৃষ্ণ সুদামা

এম. জি. ফিল্মসের

শ্রীবৎস চিন্তা

মুভিমায়া প্রাইভেট লিঃ

৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট ● কলিকাতা – ১৩

মুভি-মায়া প্রাইভেট লিঃ ৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।